পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা (এফএসএম)

প্রাতিষ্ঠানিক

এবং

আইনি কাঠামো

পল্লী অঞ্চল

অক্টোবর ২০১৭

পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার
প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি কাঠামো (আইআরএফ-এফএসএম)

প্রকাশক
পলিসি সাপোর্ট অধিশাখা (পিএসবি)
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সহযোগীতায়
জাতিসংঘের শিশু উন্নয়ন বিষয়ক তহবিল (ইউনিসেফ)
বিএসএল অফিস কমপ্লেক্স, ১ মিন্টো রোড, ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ

অক্টোবর ২০১৭

প্রস্তুতকরণ
স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক নিযুক্ত ওয়ার্কিং কমিটি
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

কপিরাইট
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে এই প্রকাশনাটি অথবা এর অংশবিশেষ যে কোনো মাধ্যমে পুনঃপ্রকাশ করা যাবে।

পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা (এফএসএম)

প্রাতিষ্ঠানিক

এবং

আইনি কাঠামো

পল্লী অঞ্চল

মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

বাণী

আমি আনন্দিত যে, স্থানীয় সরকার বিভাগের অন্তর্ভুক্ত পলিসি সাপোর্ট ইউনিট (পিএসইউ) বাংলাদেশের পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন সেক্টরের জন্য 'পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি কাঠামো' (আইআরএফ-এফএসএম) প্রণয়ন করেছে।

স্থানীয় সরকার বিভাগের অভীষ্ট লক্ষ্য হলো স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান শক্তিশালীকরণ এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক ও অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়নের মাধ্যমে মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন করা। প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি কাঠামোটি (আইআরএফ-এফএসএম) আমাদের জনগণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট এফএসএম সেবা বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলির কর্মযজ্ঞে সহায়ক হবে।

আমি বিশ্বাস করি, আইআরএফ-এফএসএম জনস্বাস্থ্য ও সামাজিক প্রগতি প্রসারে এবং অর্থনৈতিক সুযোগ বৃদ্ধির সাথে নিবিড়ভাবে সঙ্গতিপূর্ণ। একইসাথে উল্লেখ্য, এই কাঠামো প্রণয়ন ও সঠিক প্রয়োগ নিরাপদ পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি-৬) অর্জনে বাংলাদেশের সার্বিক প্রচেষ্টার একটি গুরুত্বপূর্ণ, বাস্তবসম্মত ও দৃশ্যমান ধাপ।

উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগ বর্জন ও পয়ঃনিষ্কাশনে উন্নত ব্যবস্থাপনা গ্রহণে গত কয়েক দশক ধরে আমরা ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছি; এখন প্রয়োজন পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাপনাকে আরো সংহত ও কার্যকর করা। পরবর্তী পর্যায়ে কার্য সম্পাদনে আলোচ্য আইআরএফ-এফএসএম আলোকবর্তিকা হিসেবে ভূমিকা রাখবে। আইআরএফ-এফএসএম এর সময়োচিত ও কার্যকর বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি আমি আহবান জানাচ্ছি।

এই কাঠামো প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে তাদের কঠোর পরিশ্রমের জন্য আমি ধন্যবাদ জানাই; একইসাথে আইআরএফ-এর সার্বিক প্রেক্ষিত বিবেচনায় সংশ্লিষ্ট সকলের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাচ্ছি। উল্লেখ্য যে, কাঠামোটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা ও দায়িত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করেছে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য-৬ অর্জনে বাংলাদেশের অগ্রগণ্য ভূমিকা সংশ্লিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রূপকল্প বাস্তবায়নে আমাদের সকলের দায়িত্ব রয়েছে। আমি আশা করি আমাদের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ, উন্নয়ন অংশীদারগণ, সুশীল সমাজ এবং সংশ্লিষ্ট সকলে আইআরএফ-এফএসএম এর উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে একসঙ্গে কাজ করবেন, এবং সকলের জন্য নিরাপদ পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশকে সহায়তা করবেন। এই মূল্যবান আইআরএফ-এফএসএম এর সফল বাস্তবায়নে আমি প্রভুত আশাবাদী।

খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এমপি

অতিরিক্ত সচিব (পানি সরবরাহ)
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

অনুক্রমণী

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক 'পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি কাঠামো' (আইআরএফ-এফএসএম) প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত ও সন্তুষ্ট। বাংলাদেশ সরকার, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন সহযোগী ও জনসাধারণের সম্মিলিত প্রয়াসের ফলে সম্প্রতি খোলা স্থানে মলত্যাগের অভ্যাস প্রায় দূরীকরণের মাধ্যমে বাংলাদেশ অভুতপূর্ব মাইলফলক অর্জন করেছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি) ৬.২ এর নির্দেশনা অনুযায়ী, বর্তমান বিশ্বের পয়ঃব্যবস্থা শুধুমাত্র শৌচাগারের ব্যবহারেই সীমাবদ্ধ নয়।

মলমূত্রের নিরাপদ ও যথাযথ ব্যবস্থাপনার একটি সুলভ, টেকসই ও দীর্ঘস্থায়ী কারিগরি সমাধান হিসেবে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা (এফএসএম) প্রায়শই একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ হিসেবে বিবেচিত হয়। বৈশ্বিক পয়ঃনিষ্কাশন চ্যালেঞ্জ, বিশেষত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য ৬.২ অর্জনে নিরাপদ পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা আমাদের জন্য একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কর্মক্ষেত্র হিসেবে আবির্ভূত হবে।

স্থানিক পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধা ও উক্ত সুবিধাপ্রাপ্ত এলাকাসমূহ, পাশাপাশি ভূ-গর্ভস্থ নর্দমা নেটওয়ার্ক ও এফএসএম সেবার যৌথ প্রয়াসে সুবিধাপ্রাপ্ত সম্ভাব্য এলাকাসমূহ এই সাংগঠনিক ও আইনি কাঠামোর কার্যক্রমের আওতায় আসবে। আইআরএফ-এর চারটি স্বতন্ত্র কর্মক্ষেত্র রয়েছে: মেগাসিটি ঢাকা, সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা এবং পল্লী এলাকা। এই কাঠামোর প্রতিটি অংশে এফএসএম সেবা বাস্তবায়নের উপায় ও কর্মপন্থা এবং বিভিন্ন সংগঠন ও কর্তৃপক্ষের নিজ নিজ ভূমিকা ও দায়িত্বাবলী চিহ্নিত করে। এই কাঠামোতে নির্দেশিত সাংগঠনিক ভূমিকা ও দায়িত্বাবলী দেশের বিদ্যমান আইন ও নীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। আর তাই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নিজেদের চলমান কাজের অংশ হিসেবে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে বিবেচনা করার জন্য স্পষ্ট দিক-নির্দেশনা দেয়।

আমি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা (এনজিও), ডিপিএইচই, ওয়াসাসমূহ, ইউনিসেফ ও অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগীসহ এই সেক্টরের সকল স্টেকহোল্ডারদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, যারা পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি কাঠামো প্রস্তুত করতে তাদের মূল্যবান পরামর্শ, মতামত ও সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করেছেন। আমি আরো ধন্যবাদ জানাচ্ছি স্থানীয় সরকার বিভাগের সহকর্মীদেরকে তাদের মূল্যবান অবদানের জন্য। এছাড়াও আইটিএন-বুয়েটকে তাদের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা দিয়ে আইআরএফ প্রস্তুতিতে এবং ইউনিসেফকে আইআরএফ প্রকাশনায় সহায়তা করার জন্য ধন্যবাদ জানাই।

সবশেষে আমি পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি কাঠামো চূড়ান্তকরণে অপরিমেয় প্রচেষ্টা গ্রহণের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের পলিসি সাপোর্ট ইউনিটকে সাধুবাদ জানাই। আমি খুবই আশাবাদী যে আইআরএফ-এফএসএম এসডিজি ৬.২ অর্জনের এবং এফএসএম-এর অগ্রগতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে গতিশীল ভূমিকা রাখবে।

নাসরিন আখতার

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

জাতীয় পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন ফোরামের ষোড়শ বৈঠকে আইটিএন-বুয়েটের নেতৃত্বে এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়-এর অধীনস্থ স্থানীয় সরকার বিভাগের পলিসি সাপোর্ট ইউনিট (বর্তমান পলিসি সাপোর্ট অধিশাখা) প্রদত্ত প্রয়োজনীয় সহায়তা গ্রহণপূর্বক বাংলাদেশে 'পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি কাঠামো' (আইআরএফ-এফএসএম) প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরবর্তীতে, আইআরএফ-এফএসএম প্রণয়নে সহযোগিতার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ স্থানীয় সরকার বিভাগ (এলজিডি) কর্তৃক একটি ওয়ার্কিং কমিটি গঠিত হয়। সেই থেকে, আইটিএন-বুয়েট জ্ঞান ও বিশেষজ্ঞ মতামত সন্নিবেশকরণ এবং জনগণকে এফএসএম সেবা দানের সঠিক কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্য দেশের পয়ঃনিষ্কাশন খাতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মীবৃন্দ ও স্টেকহোল্ডারদের সাথে কার্যক্রম শুরু করে।

এই প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি কাঠামোটি আমাদের দেশে নিরাপদ পয়ঃনিষ্কাশন নিশ্চিত করার বিষয়কে মূলে রেখে প্রণয়ন করা হয়েছে, যা এস ডি জি ৬.২-এর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। অবস্থানভেদে সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, পল্লী এলাকা এবং মেগাসিটি ঢাকার ভিন্নতর প্রেক্ষাপট বিবেচনায় এফএসএম সেবা বাস্তবায়নে প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকা ও দায়িত্ব বিন্যাসে আইআরএফ-এফএসএমকে বহুমাত্রিক অবয়ব ও কর্মপদ্ধতি দেয়া হয়েছে। এই প্রচেষ্টা এলজিডি'র পলিসি সাপোর্ট ইউনিট (পিএসইউ)-এর উদ্যোগ ব্যতীত সম্পন্ন হতো না; তাদের এই আন্তরিক উদ্যম ও সহায়তার জন্য পলিসি সাপোর্ট ইউনিট-এর প্রকল্প পরিচালক মোহাম্মদ মহসীন এবং সহকারী প্রকল্প পরিচালক মোহাম্মদ আব্দুর রউফ এর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। এই কাঠামো প্রণয়নে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)-এর সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ও ওয়ার্কিং কমিটির কো-চেয়ার (ফোকাল পার্সন) ড. মোঃ মুজিবুর রহমানের অবদান ও নিবিড় সংশ্লিষ্টতা আইটিএন-বুয়েট কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করে। ওয়ার্কিং কমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালনরত স্থানীয় সরকার বিভাগের পানি সরবরাহ শাখা প্রধানের অবদানের গুরুত্বও আইটিএন-বুয়েট এর নিকট অপরিসীম। এই বিষয়ে বদান্যতা ও প্রবল আগ্রহ প্রদর্শন এবং শুরু থেকেই কুশলী দিকনির্দেশনা প্রদানের জন্য আমরা স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব আবদুল মালেকের প্রতিও কৃতজ্ঞ। সদয় সহযোগিতা প্রদানের জন্য এলজিডির অতিরিক্ত সচিব, নাসরিন আখতারকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ।

উন্নয়ন সহযোগীদের প্রতিনিধিবৃন্দ, শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এনজিওসমূহ, বেসরকারি উদ্যোক্তাগণ এবং স্বতন্ত্র বিশেষজ্ঞবৃন্দের কাছে তাঁদের মূল্যবান সময়, বিশেষ দক্ষতা, পাণ্ডিত্য এবং সূক্ষ্মদৃষ্টি দিয়ে এই কাঠামো প্রণয়নে অবদানের জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। দেশের প্রত্যন্ত এলাকার চেয়ারম্যান ও পৌরসভার মেয়রদের প্রতিও আমরা কৃতজ্ঞ, যারা আইআরএফ-এফএসএম সম্পর্কিত একাধিক সভায় তাঁদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করেছেন। আইআরএফ এর বাংলা অনুবাদে যারা সহযোগিতা করেছেন তাঁদের প্রতিও আমরা কৃতজ্ঞ।

সবশেষে, আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করবো সেই সব পয়ঃনিষ্কাশন কর্মীদের, যারা এই কাঠামো সম্পন্নকরণে তাঁদের অমূল্য বাস্তব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আমাদের সঙ্গে বিনিময় করেছেন।

আমরা আন্তরিকভাবে আশা করি, আইআরএফ-এফএসএম বাস্তবায়ন বাংলাদেশের পয়ঃনিষ্কাশন চিত্রের উন্নতি ঘটাবে এবং এই অঞ্চলের পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনায় আমাদের দেশকে অগ্রদূত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবে।

ড. মুহাম্মদ আশরাফ আলী
প্রফেসর, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং
ডিরেক্টর, আইটিএন-বুয়েট

সূচিপত্র

অধ্যায় ১:	**পটভূমি**	**১**
অধ্যায় ২:	**পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা কাঠামোর উদ্দেশ্য এবং পরিধি**	**২**
অধ্যায় ৩:	**অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ**	**৩**
অধ্যায় ৪:	**প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকা ও দায়িত্বসমূহ বণ্টন**	**৫**
	৪.১ বিদ্যমান আইন, বিধান ও প্রবিধানের ধারণা	৫
	৪.২ প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকা ও দায়িত্বসমূহ	৫
	৪.৩ সক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ এবং গবেষণা	৮
	৪.৪ সচেতনতা বৃদ্ধি	৮
	৪.৫ কারিগরি এবং তহবিল সহায়তা	৯

শব্দসংক্ষেপ তালিকা

এআইটি	এশিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি
বিএআরসি	বাংলাদেশ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ কাউন্সিল
বিএআরআই	বাংলাদেশ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট
বিএনবিসি	বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড
বুয়েট	বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়
সিবিও	কমিউনিটি বেজড্ অর্গানাইজেশন
সিটিও	কালেকশন অ্যান্ড ট্রান্সপোর্টেশন অপারেটর
ডিএই	ডিপার্টমেন্ট অব এগ্রিকালচার এক্সটেনশন
ডিওই	ডিপার্টমেন্ট অব এনভায়রনমেন্ট
ডিপিএইচই	ডিপার্টমেন্ট অব পাবলিক হেল্থ ইঞ্জিনিয়ারিং
এফএসএম	ফিকেল স্লাজ ম্যানেজমেন্ট
জিওবি	গভর্নমেন্ট অব বাংলাদেশ
আইসিডিডিআর,বি	ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ডাইরিয়াল ডিজিজ অ্যান্ড রিসার্চ, বাংলাদেশ
আইইডিসিআর	ইনস্টিটিউট অব এপিডেমিওলজি ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড রিসার্চ
আই/এনজিও	ইন্টারন্যাশনাল/ন্যাশনাল নন-গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন
আইটিএন	ইন্টারন্যাশনাল ট্রেনিং নেটওয়ার্ক সেন্টার
আইডব্লিউএমআই	ইন্টারন্যাশনাল ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট
জেএমপি	জয়েন্ট মনিটরিং প্রোগ্রাম
এলজিডি	লোকাল গভর্নমেন্ট ডিভিশন
এলজিইডি	লোকাল গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট
এমওএ	মিনিস্ট্রি অব এগ্রিকালচার
এমওইএফ	মিনিস্ট্রি অব এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ফরেস্ট
এমওএইচএ	মিনিস্ট্রি অব হোম অ্যাফেয়ার্স
এমওএলজিআরডিএন্ডসি	মিনিস্ট্রি অব লোকাল গভর্নমেন্ট, রুরাল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড কোঅপারেটিভস্
এনএফডাব্লিউএসএস	ন্যাশনাল ফোরাম ফর ওয়াটার সাপ্লাই অ্যান্ড স্যানিটেশন
এনজিও	নন-গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন
এসএএও	সাব-অ্যাসিসট্যান্ট এগ্রিকালচার অফিসার
টিএফও	ট্রিটমেন্ট ফ্যাসিলিটিস অপারেটর
ইউপি	ইউনিয়ন পরিষদ
ওয়াশ	ওয়াটার সাপ্লাই স্যানিটেশন অ্যান্ড হাইজিন
ওয়াটসান	ওয়াটার সাপ্লাই অ্যান্ড স্যানিটেশন
ডব্লিউইডিসি	ওয়াটার, ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার, লফবোরাও ইউনিভার্সিটি

শর্তাবলি ও সংজ্ঞা

পয়ঃবর্জ্য: সব ধরনের অনসাইট স্যানিটেশন ব্যবস্থা, যেমন: সেপটিক ট্যাংক, একুয়া প্রিভি, পিট ল্যাট্রিন, কমিউনিটি মাল্টিপল পিট সিস্টেম ইত্যাদি থেকে অপসারণকৃত বর্জ্য।

সেপটেজ: পয়ঃবর্জ্য (স্থিত হওয়া কঠিন, ফেনা বা গাদের মত ভাসমান ও তরল) যা সেপটিক ট্যাংকে জমা হয়।

স্যুয়েজ স্লাজ: বর্জ্য পরিশোধনাগারে শোধন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যে বর্জ্য তৈরি হয়। শিল্পকারখানা নিসৃত বর্জ্য পানিতে বিষাক্ত দূষক মিশ্রিত থাকায় স্যুয়েজ স্লাজ গৃহস্থ ল্যাট্রিন থেকে সৃষ্ট পয়ঃবর্জ্যের চেয়েও বেশি ক্ষতিকর হতে পারে।

সেপটিক ট্যাংক: একটি জলনিরোধী, বহু প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট এবং সাধারণত মাটির নিচে তৈরিকৃত আধার, যেখানে বাসাবাড়ির বা অন্য ভবন থেকে নির্গত পয়ঃবর্জ্য জমা হয়। এটি মূলত কঠিন পয়ঃবর্জ্য পৃথক ও মজুত করে এবং পয়ঃবর্জ্যের জৈব অংশকে আংশিক শোধন করে।

অনসাইট স্যানিটেশন সিস্টেম: স্যানিটেশন অবকাঠামো যা গৃহস্থালি চত্বর থেকে মানুষের মলমূত্র সংগ্রহ, মজুত এবং অপসারণ করার জন্য নির্মিত হয় এবং এর মধ্যে রয়েছে সেপটিক ট্যাংক পদ্ধতিসহ বিভিন্ন ধরনের পিট ল্যাট্রিন।

বর্জ্য অপসারণ: একটি প্রক্রিয়া, যা সেপটিক ট্যাংক, পিট ল্যাট্রিন অথবা বর্জ্যপানি পরিশোধনাগার থেকে জমাকৃত স্লাজ/সেপটেজ অপসারণ করাকে বোঝায়।

গৃহস্থালি স্যুয়েজ: অপরিশোধিত পয়ঃবর্জ্য মিশ্রিত পরিত্যক্ত পানি, যা আবাসিক এবং বাণিজ্যিক উৎস থেকে আসে। গৃহস্থালির বর্জ্যে শিল্পকারখানার অথবা অন্য ক্ষতিকর বর্জ্যের মিশ্রণ থাকে না।

পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা: একটি ব্যবস্থা, যা বর্জ্যপানি একটি পাইপ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সংগ্রহ করে পরিশোধনাগার পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যায় এবং পরিশোধনের পরে পরিশোধিত পানি নিষ্কাশন করে। এর মধ্যে বর্জ্য সংগ্রহ, পরিবহন এবং বর্জ্য পাম্প করার মতো সকল অবকাঠামো অন্তর্ভুক্ত।

পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা: এটি সেপটেজ ব্যবস্থাপনা নামেও পরিচিত। পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সেপটিক ট্যাংক, পিট ল্যাট্রিন এবং বর্জ্যপানি পরিশোধনাগার থেকে সৃষ্ট বর্জ্য সংগ্রহ, পরিবহন, পরিশোধন এবং অপসারণের বিভিন্ন প্রযুক্তি ও পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

বায়োসলিডস্: সাধারণত পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগারে পরিশোধিত পয়ঃবর্জ্য অথবা পরিশোধিত গৃহস্থলী বর্জ্যের উপজাত পদার্থ হচ্ছে বায়োসলিডস্। প্রধানত বায়োসলিডসে পরিশোধিত জৈব উপাদান এবং মৃত অনুজীব থাকে, যা জৈবসার বা মাটির কন্ডিশনার হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

অধ্যায় ১

পটভূমি

ঢাকা শহরের সামান্য কিছু এলাকা ব্যতীত, বাংলাদেশের সকল শহর ও পল্লী অঞ্চলে অনসাইট স্যানিটেশন ব্যবস্থা বিদ্যমান যেখানে সেপটিক ট্যাংক ও পিট ল্যাট্রিনসমূহে (সাধারণ পিট ল্যাট্রিন/পোর-ফ্ল্যাশ ল্যাট্রিন) প্রচুর পরিমাণে পয়ঃবর্জ্য জমা হয়। এর ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত নাজুক ও ঝুঁকিপূর্ণ। পল্লী অঞ্চলে এক-পিট (সরাসরি এবং অফসেট পিট) বিশিষ্ট পোর-ফ্লাশ ল্যাট্রিন একটি বহুল ব্যবহৃত স্যানিটেশন ব্যবস্থা। কিছু এলাকায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এবং আই/এনজিও'র মাধ্যমে দুই-পিট বিশিষ্ট ল্যাট্রিনের (Twin-pit latrine) ব্যবহারকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। পানি সহজলভ্য নয় এমন এলাকায় ওয়াটার সিল ছাড়া সরাসরি পিট ল্যাট্রিন ব্যবহৃত হচ্ছে এবং সেপটিক ট্যাংক পদ্ধতিটি পল্লী অঞ্চলে কদাচিৎ ব্যবহৃত হয়।

যখন এক-পিট বিশিষ্ট ল্যাট্রিনের পিট বা সেপটিক ট্যাংক ভরে যায়, তখন তা ম্যানুয়্যাল (সনাতন) পদ্ধতিতে খালি করা হয় এবং খুবই অল্প কিছু এলাকায় যান্ত্রিক পদ্ধতিতে মাড পাম্পের মাধ্যমে পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ করা হয়। অস্বাস্থ্যকর গতানুগতিক পদ্ধতিতে পিট বা সেপটিক ট্যাংক খালি করার কাজে জড়িত ব্যক্তিদের স্বাস্থ্যঝুঁকি ও নিরাপত্তা একটি বড় উদ্বেগের বিষয়। অপসারণকৃত পয়ঃবর্জ্য প্রায়শই কোনো নিকটবর্তী জলাধারে এবং নিম্ন এলাকায় ফেলা হয়, যা পরিবেশ দূষণ ও জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। এছাড়া গর্ত করে মাটি চাপা দিয়ে পয়ঃবর্জ্য অপসারণ করার পদ্ধতিও প্রচলিত আছে। অন্যদিকে, সঠিকভাবে তৈরি করা দুই-পিট বিশিষ্ট (Twin-pit latrine) ল্যাট্রিনের ক্ষেত্রে এরূপ পয়ঃবর্জ্য অপসারণের প্রয়োজন হয় না, যখন একটি পিট ভরে যায়, তখন তা মাটি দিয়ে ঢেকে ফেলা হয় এবং এর ভেতরের পয়ঃবর্জ্যকে মাটির সঙ্গে মিশে পরিশোধিত হওয়ার জন্য কমপক্ষে ১.৫ থেকে ২ বছর রেখে দেওয়া হয় এবং দ্বিতীয় পিটটি ব্যবহার করা হয়। ইতোমধ্যে যখন দ্বিতীয় পিটটি ভরে যায়, তখন প্রথম পিটের ভেতরের পয়ঃবর্জ্যসমূহ কোনো প্রকার স্বাস্থ্য ও পরিবেশগত ঝুঁকি ছাড়াই খালি করা যায় এবং তা সম্পদ (মাটির কন্ডিশনার) হিসেবে ব্যবহার করা যায়। এভাবে পর্যায়ক্রমে দুইটি পিটই ব্যবহার করা সম্ভব।

বর্তমান পটভূমিতে পল্লী অঞ্চলের অতি জরুরি চাহিদাগুলো হলো: (ক) পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ করার নিরাপদ পদ্ধতির চর্চা বৃদ্ধি করা (অর্থাৎ পয়ঃবর্জ্য অপসারণকারীদের নিরাপত্তা উপকরণ এবং যান্ত্রিক পদ্ধতির ব্যবহার); (খ) সংগ্রহকৃত পয়ঃবর্জ্য নিরাপদ ভাবে অপসারণের (অর্থাৎ মাটিতে পুঁতে ফেলা) চর্চা বৃদ্ধি করা; এবং (গ) নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করা (যেমন: দুই পিট বিশিষ্ট ল্যাট্রিন এবং অন্যান্য নতুন স্যানিটেশন ব্যবস্থা) যা ঝুঁকিপূর্ণ পয়ঃবর্জ্য অপসারণের প্রয়োজনীয়তা দূর/হ্রাস করতে সহায়তা করবে। যেহেতু, অধিকাংশ পল্লী অঞ্চলেই এফএসএম সেবা (চিত্র ১-এ বর্ণনাকৃতঃ যথাযথ পদ্ধতিগত সংগ্রহ, পরিবহন এবং পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন) পৌঁছাতে এখনো কিছুটা সময় প্রয়োজন, সেকারণে এফএসএম সেবার কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশ/উপাদান বিশেষ করে নিরাপদভাবে পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ এবং অপসারণের বিষয়টি জরুরি ভিত্তিতে প্রচলন করা প্রয়োজন।

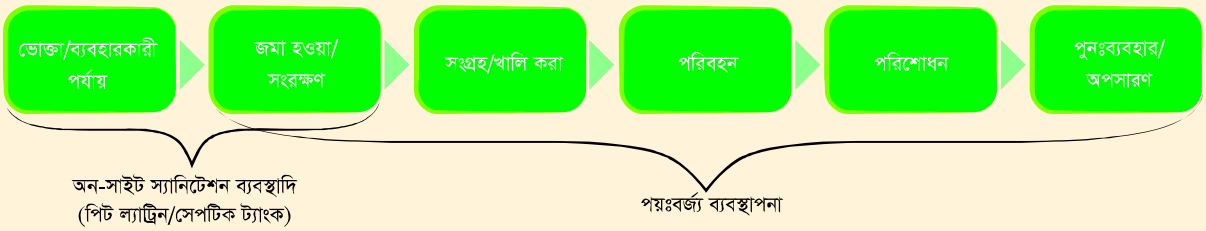

চিত্র ১: পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা (Fecal Sludge Management) পদ্ধতির উপাদানসমূহ

সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ পদ্ধতিতে পিট থেকে পয়ঃবর্জ্য অপসারণের ক্ষতিকর প্রভাব, বাছবিচারহীনভাবে যেখানে-সেখানে পয়ঃবর্জ্য ফেলা এবং টেকনোলজিক্যাল অপশনের সহজলভ্যতা (যেমন: দুই পিট বিশিষ্ট ল্যাট্রিন) যা পয়ঃবর্জ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সমস্যা দূর/কমাতে পারে সে সম্পর্কে সচেতনার অভাব রয়েছে। জনগোষ্ঠিকে এফএসএম সম্পর্কে সচেতন করা এবং নিরাপদ পদ্ধতিতে পয়ঃবর্জ্য খালি ও অপসরণের সেবা উদ্বুদ্ধ করার জন্য ইউনিয়ন পরিষদের প্রয়োজনীয় সম্পদ ও দক্ষ জনবল - উভয়েরই অভাব রয়েছে। ওডিএফ (open defecation free) স্ট্যাটাস অর্জনের ন্যায় পল্লী অঞ্চলে যথাযথ এফএসএম নিশ্চিতকরণে ইউনিয়ন পরিষদ, এনজিও এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদেরকে সঙ্গে নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

অধ্যায় ২

পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা কাঠামোর উদ্দেশ্য ও পরিধি

পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা কাঠামোর প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো পল্লী অঞ্চলে সঠিক পদ্ধতিতে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান করা এবং ভবিষ্যতে বাস্তবায়নের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ এফএসএম সার্ভিস চেইনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। বিশেষভাবে, এই কাঠামোর মাধ্যমে:

(ক) পল্লী অঞ্চলে নিরাপদ পদ্ধতিতে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন উপায় চিহ্নিত করা; এবং

(খ) কার্যকর পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও স্টেকহোল্ডার বিশেষতঃ ইউনিয়ন পরিষদ এবং উপজেলা পরিষদ-এর সুনির্দিষ্ট ভূমিকা ও দায়িত্বসমূহ নির্ধারণ করা।

পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক এই কাঠামোতে প্রধানত স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এবং উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (সংশোধিত ২০০৯ এবং ২০১১)-এর উপর ভিত্তি করে প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকা ও দায়িত্বসমূহ সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে, যা সকল ইউনিয়ন এবং উপজেলা পরিষদসমূহের ভূমিকা ও দায়িত্ব বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান এবং নিয়ন্ত্রণ করে। এ ছাড়াও, উপজেলা/ইউনিয়ন/ওয়ার্ড ওয়াটসান (WatSan) কমিটি গঠন এবং তাদের কার্যক্রম বিষয়ক সরকারি প্রজ্ঞাপনকে এই কাঠামো প্রণয়নের জন্য বিবেচনায় রাখা হয়েছে। কেবল অন-সাইট স্যানিটেশন ব্যবস্থা এবং এই ব্যবস্থার অন্তর্ভূক্ত অঞ্চলসমূহ এই এফএসএম কাঠামোর আওতাভূক্ত হতে পারে।

অধ্যায় ৩

অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ

কার্যকর পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার পূর্বশর্ত হচ্ছে একটি যথোপযোগী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রণয়ন করা। এফএসএম-কে কার্যকর, নিরাপদ ও টেকসই করার জন্য বিদ্যমান স্থানিয় অবস্থা, দক্ষতা, সামর্থ্য ও অঙ্গীকারের উপর ভিত্তি করে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সুনির্দিষ্ট ভূমিকা ও দায়িত্ব নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

পল্লী অঞ্চলে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সামগ্রিক পরিকল্পনা, উন্নয়ন, বাস্তবায়ন, অনুশীলন এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে কার্যকরি ভূমিকা পালনের জন্য নিচের প্রতিষ্ঠানসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে।

(ক) মন্ত্রণালয়সমূহ: পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার (এফএসএম) প্রাতিষ্ঠানিক এবং আইনি কাঠামোটি অনুমোদন করা; তহবিল নিশ্চিত করা; সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের (এই ক্ষেত্রে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর) মাধ্যমে কারিগরি সহায়তা প্রদান; আইন, নীতিমালা, কৌশল এবং নির্দেশনাসমূহের প্রয়োগ নিশ্চিত করা; এবং জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ফোরাম (এনএফডাব্লিউএসএস) এর মাধ্যমে মনিটরিং করা।

- স্থানীয় সরকার বিভাগ; স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়: **নেতৃত্বদানকারী মন্ত্রণালয়**
- পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
- কৃষি মন্ত্রণালয়
- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
- গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
- পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
- শিক্ষা মন্ত্রণালয়
- তথ্য মন্ত্রণালয়
- বিদ্যুৎ ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
- শিল্প মন্ত্রণালয়
- ভূমি মন্ত্রণালয়
- স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
- আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

(খ) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং লাইন এজেন্সিসমূহ: সমগ্র পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা (এফএসএম) বাস্তবায়ন করা

- ইউনিয়ন পরিষদ- এফএসএম এর প্রাথমিক ও সার্বিক দায়িত্ব
- উপজেলা পরিষদ- সহযোগী ভূমিকা
- জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই)- সহযোগী (কারিগরি) ভূমিকা
- স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)- সহযোগী (কারিগরি) ভূমিকা

(গ) **সক্ষমতা বৃদ্ধিতে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ:** এফএসএম সেবা প্রবাহের বিভিন্ন স্তরে জ্ঞানের ঘাটতি পূরণ, কারিগরি সহায়তা ও প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রক্রিয়া ও উৎপাদিত পণ্যের (যেমন: জৈব সার) গুণগতমানের নিশ্চয়তার জন্য গবেষণা সহায়তা প্রদান।

- মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ
- আইটিএন-বুয়েট, সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ
- বিএআরআই, বিআরআরআই, বিএআরসি, আইইডিসিআর, আইসিডিডিআর,বি
- আন্তর্জাতিক গবেষণা/প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ (যেমন: সেনডেক, ইএডাব্লিউএজি, ওয়েডেক, এআইটি, আইএইচই, আইডাব্লিউএমআই)
- উন্নয়ন সহযোগী
- আন্তর্জাতিক/দেশীয় বেসরকারি সংস্থাসমূহ (I/NGOs)
- প্রাইভেট সেক্টর

(ঘ) **সচেতনতা বৃদ্ধিতে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ:** সচেতনতামূলক প্রচারণায় সহায়তা প্রদান, প্রাইভেট সেক্টরের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, এফএসএম ব্যবসার বিভিন্ন মডেল উপস্থাপন, কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন, কারিগরি সহায়তা প্রদান, গবেষণা ও উন্নয়ন সহায়তা এবং তহবিল প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান।

- মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ
- উন্নয়ন সহযোগী
- আন্তর্জাতিক/দেশীয় বেসরকারি সংস্থাসমূহ (I/NGOs)
- সুশীল সমাজ সংগঠনসমূহ, কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠনসমূহ (CBOs)
- গবেষণা প্রতিষ্ঠান/বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ
- গণমাধ্যম (মুদ্রণ ও ইলেকট্রনিক) এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম
- প্রাইভেট সেক্টর

অধ্যায় ৪

প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকা ও দায়িত্বসমূহ বণ্টন

অনুচ্ছেদ ৪.১: বিদ্যমান বিধান ও প্রবিধানের ধারণা

বিদ্যমান বিধান, প্রবিধান এবং সরকারি প্রজ্ঞাপন অনুসারে উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ এবং ইউনিয়ন পরিষদের ওয়ার্ড কমিটিকে পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ (সংশোধিত ২০১০) (যা পরবর্তীতে 'ইউপি আইন, ২০০৯' বলে বিবেচিত)-এর ৪৭ ধারার ১ উপধারা মোতাবেক ইউনিয়ন পরিষদ জনগণের কল্যাণে সকল সেবা বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। ইউপি আইন, ২০০৯ (যেখানে ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রম বর্ণনা করা আছে)-এর তফসিল ২ মোতাবেক, ইউনিয়ন পরিষদ পরিবেশের উন্নয়ন এবং সংরক্ষণ বিষয়ক কার্যক্রম গ্রহণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। ইউপি আইনের ৪৫ ধারা মোতাবেক, দায়িত্বসমূহ কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য ইউনিয়ন পরিষদ 'স্যানিটেশন, ওয়াটার সাপ্লাই ও ড্রেনেজ' বিষয়ক কমিটিসহ কয়েকটি স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠন করবে। অধিকন্তু, ইউনিয়ন পর্যায়ে ওয়াটসান কমিটিকে (যা ২০০৭ সালে সরকারী প্রজ্ঞাপন অনুসারে গঠন করা হয়) ওয়াশ (ওয়াটার সাপ্লাই, স্যানিটেশন অ্যান্ড হাইজিন) সেক্টরের কিছু সংখ্যক কার্যক্রম বাস্তবায়নের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে যার মধ্যে ওয়াশ সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ এবং ডিপিএইচইকে সহায়তা; ইউনিয়ন পরিষদ, ওয়ার্ড কমিটি, এনজিও এবং অন্যান্যদের কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় করা; এলজিডির অধীনে বাস্তবায়িত পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন সম্পর্কিত প্রকল্পের কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করা; এবং পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সম্পর্কিত প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

ইউপি আইন ২০০৯-এর ৬ ধারার ১ উপধারা মোতাবেক ইউনিয়ন পরিষদের ওয়ার্ড কমিটিসমূহ স্যানিটেশন কার্যক্রমে এবং পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মীদের সহযোগিতা করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। অধিকন্তু, ওয়ার্ড পর্যায়ে ওয়াটসান কমিটিকে (যা ২০০৭ সালে সরকারী প্রজ্ঞাপন অনুসারে গঠন করা হয়) ওয়াশ (ওয়াটার সাপ্লাই, স্যানিটেশন অ্যান্ড হাইজিন) সেক্টরের কিছু সংখ্যক কার্যক্রম বাস্তবায়নের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে যার মধ্যে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সম্পর্কীত জরীপ কাজে সহায়তা প্রদান করা; নিরাপদ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও হাইজিন চর্চায় সচেতনতা বৃদ্ধির কাজে অংশগ্রহণ করা; এলজিডি-এর অধীনে বাস্তবায়িত পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সম্পর্কীত প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা; পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সংক্রান্ত সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা, প্রতিকারের জন্য সুপারিশমালা প্রস্তুত করা এবং এ সম্পর্কীত প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সহায়তা করা।

উপজেলা পর্যায়ে ওয়াটসান কমিটিসমূহের দায়িত্ব হলো ইউনিয়ন পর্যায়ের ওয়াটসান কমিটির কার্যক্রম পর্যালোচনা এবং তাদেরকে বিভিন্ন উপদেশ ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা; এবং ডিপিএইচইকে ওয়াশ সংক্রান্ত তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহে, পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন প্রকল্প গ্রহণে এবং বাস্তবায়নে সহায়তা করা।

যদিও ইউপি আইন, ২০০৯-এ "ফিকেল স্লাজ" কথাটি নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ নেই, তথাপি এটা পরিষ্কার যে, পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনাসহ সমগ্রিক স্যানিটেশন ব্যাবস্থাপনার দায়িত্ব ইউপি ও ওয়ার্ড কমিটিসমূহ, উপজেলা পরিষদ এবং স্বস্ব ওয়াটসান কমিটিসমূহের উপর বর্তায়।

অনুচ্ছেদ ৪.২: প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকা ও দায়িত্বসমূহ

উপ-অনুচ্ছেদ ৪.২.১: পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার সার্বিক দায়িত্বসমূহ

(১) ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি), ওয়ার্ড কমিটির সহায়তায় তার সীমানা এলাকায় অবস্থিত ঘরবাড়ি এবং প্রতিষ্ঠানের (যেমন: স্কুল, অফিস, মসজিদ, মার্কেট) পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত থাকবে; যেখানে উপজেলা পরিষদ পরিকল্পনা, সমন্বয় এবং সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পর্যালোচনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত থাকবে। পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য ইউপি জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই), বেসরকারি সেক্টরের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করবে।

(২) ইউপি আইন ২০০৯-এর ৪৫ ধারার ১ উপধারা মোতাবেক ইউনিয়ন পরিষদ 'স্যানিটেশন, ওয়াটার সাপ্লাই অ্যান্ড ড্রেনেজ' বিষয়ক একটি স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠন করবে (যদি ইতোমধ্যে তা গঠন করা না হয়ে থাকে)। অন্যান্য কমিটির মধ্যে এই স্ট্যান্ডিং কমিটি পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কার্যক্রম তদারকি করবে। এই কমিটি পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা/স্যানিটেশন বিষয়ক কাজের যথাযথ সমন্বয় সাধনের জন্য, যে সকল এনজিও স্যানিটেশন/এফএসএম নিয়ে কাজ করে, তাদের সাথে যোগাযোগ রাখবে। চাহিদা এবং পর্যাপ্ততার ভিত্তিতে, এই কমিটি [ইউপি আইন ২০০৯-এর ৪৫ ধারার ৪ উপধারা মোতাবেক] সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞকে কমিটিতে অর্ন্তভূক্ত করতে পারবে।

(৩) যখন কোনো ইউপি পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার সম্পূর্ণ সেবা চেইন (সংগ্রহ, পরিবহন এবং পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন) চালু করবে, তখন নিকটবর্তী পৌরসভা যেখানে এরূপ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে তাদের সমন্বয়ে একটি 'যৌথ কমিটি' গঠন করতে পারবে (ইউপি অধ্যাদেশের ৮৭ ধারা মোতাবেক) যাতে করে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা কার্যক্রমের পরিকল্পনা গ্রহণে এবং বাস্তবায়নে অভিজ্ঞ পৌরসভার সহায়তা পাওয়া যায়।

(৪) ইউপি সরকারি সংস্থা, আন্তর্জাতিক/দেশীয় বেসরকারি সংস্থা (I/NGO), কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন এবং প্রাইভেট সেক্টরকে সঙ্গে নিয়ে সকলের অংশগ্রহণে (ইনক্লুসিভ) পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন কৌশল প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

উপ-অনুচ্ছেদ ৪.২.২: স্যানিটেশন ব্যবস্থাদি এবং পয়ঃবর্জ্য/স্যুয়েজ অপসারণ

স্যানিটেশন ব্যবস্থাদি:

(১) ইউপির নেতৃত্বে ওয়ার্ড কমিটি, ইউনিয়ন এবং ওয়ার্ড পর্যায়ের ওয়াটসান কমিটিসমূহ বিভিন্ন ধরনের বিদ্যমান স্যানিটেশন ব্যবস্থার (যেমন: দুই পিট বিশিষ্ট ল্যাট্রিন এবং অন্যান্য নতুন প্রযুক্তি, যা পয়ঃবর্জ্য অপসারণের প্রয়োজনীয়তা কমায়/দূর করে) সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি অভিযান পরিচালনা করবে। উপজেলা পরিষদের সহায়তায়, ইউনিয়ন পরিষদ ডিপিএইচই (প্রাথমিকভাবে কারিগরি সহায়তার জন্য, যেমন: উপজেলা টিউবওয়েল মেকানিকদের নিয়োজিত করা), আন্তর্জাতিক/দেশীয় বেসরকারী সংস্থা (I/NGO), এবং প্রাইভেট সেক্টরের সঙ্গে যৌথভাবে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রচারণা পরিচালনা করবে।

(২) শর্তপূরণ (পর্যাপ্ত ভূমির প্রাপ্যতা) সাপেক্ষে ইউপি এবং ওয়ার্ড কমিটি দুই পিট বিশিষ্ট অফসেট পোর-ফ্লাশ ল্যাট্রিন (অথবা অন্য প্রযুক্তিসমূহের) ব্যবহার উৎসাহিত করবে, যা পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সমস্যার দীর্ঘমেয়াদি সমাধান প্রদান করবে (ইউপি আইন, ২০০৯ এর ২ নং তফসিলে বর্ণীত 'ভবন নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণ নিয়ন্ত্রণে' ইউপি-এর দায়িত্ব মোতাবেক)।

(৩) উপজেলা পরিষদের সহায়তায় ইউনিয়ন পরিষদ, ডিপিএইচই (কারিগরি সহায়তার জন্য যেমন: উপজেলা টিউবওয়েল মেকানিকদের নিয়োজিত করা), আন্তর্জাতিক/দেশীয় বেসরকারি সংস্থা (I/NGO) এবং প্রাইভেট সেক্টরের সঙ্গে যৌথভাবে স্থানীয় রাজমিস্ত্রিদের জন্য ল্যাট্রিন ডিজাইন এবং নির্মাণের উপর প্রশিক্ষণের আয়োজন করবে।

পয়ঃবর্জ্য/স্যুয়েজ অপসারণ:

(১) ওয়ার্ড কমিটি, ওয়াটসান কমিটি এবং উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের (স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন) সহায়তায় ইউপি পরিদর্শন কার্যক্রম চালাবে এবং নিশ্চিত করবে যে পয়ঃবর্জ্য/মূত্র/গৃহস্থালি স্যুয়েজ সড়কের উপর বা উন্মুক্ত স্থানে জমা করা হয় না (অথবা অবমুক্ত করা হয় না) এবং ড্রেন/খাল/নর্দমায় অপসারণ করা হয় না। ইউপি আইন ২০০৯-এর তফসিল ৫ (ধারা ৬, ১৯) মোতাবেক এ ধরনের কার্যকলাপ শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে।

(২) ইউপি, ওয়ার্ড কমিটি, ওয়াটসান কমিটি এবং উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর (স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন)-এর সহায়তায় পরিদর্শন কার্যক্রম চালাবে এবং নিশ্চিত করবে যে, স্যানিটেশন ব্যবস্থাদি থেকে পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ এবং অপসারণ যথাযথভাবে করা হয় (অর্থাৎ মাটি দিয়ে চাপা দেয়া), যাতে করে ইহা পরিবেশ দূষণ এবং জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকি না হয়। যদি কেউ সেটা করতে ব্যর্থ হয়, তা ইউপি আইন ২০০৯-এর তফসিল ৫ (ধারা ১৪, ১৫) মোতাবেক শাস্তিযোগ্য অপরাধ হবে। পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থাদির অবর্তমানে অনসাইট স্যানিটেশন ব্যবস্থা থেকে সংগ্রহকৃত পয়ঃবর্জ্য বসতবাড়ির আঙ্গিনায় অথবা ইউপি কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে মাটি চাপা দিয়ে অপসারণ করতে হবে।

(৩) ইউপি আইন, ২০০৯-এর ধারা ৮৯, ৯০ এবং ৯১ মোতাবেক (উপরে বর্ণিত তফসিল ৫ মোতাবেক) অপরাধের জন্য ইউপি শাস্তি প্রদান করবে।

(৪) পিট থেকে পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ করা এবং পয়ঃবর্জ্য অপসারণ কার্যক্রম মনিটরিং করার জন্য ইউপি, প্রাইভেট সেক্টরকে নিয়োজিত করতে পারে।

উপ-অনুচ্ছেদ ৪.২.৩: পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহণ

(১) ইউপির নেতৃত্বে উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর-এর (স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন) সহায়তায়, ওয়ার্ড কমিটি এবং ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ের ওয়াটসান কমিটি স্যানিটেশন ব্যবস্থাদির যথাযথ ব্যবস্থাপনা, অস্বাস্থ্যকর ও অযান্ত্রিক পদ্ধতিতে পিট খালি করার ক্ষতিকর প্রভাব এবং নিরাপদ পদ্ধতিতে স্যানিটেশন ব্যবস্থাটি (সেফটি গীয়ার পাম্প) খালি করার বিষয়ে নিজ নিজ দায়িত্ব সর্ম্পকে (বিশেষত: সেই জনগোষ্ঠী যাদের পয়ঃপিট খালি করার প্রয়োজন রয়েছে) তাদের জন্য জনসচেতনামূলক প্রচারণা পরিচালনা করবে। উপজেলা পরিষদের সহায়তায়, ইউনিয়ন পরিষদ ডিপিএইচই (প্রাথমিকভাবে কারিগরি সহায়তা), আন্তর্জাতিক/দেশীয় বেসরকারি সংস্থা (I/NGO), এবং প্রাইভেট সেক্টরের সঙ্গে যৌথভাবে সচেতনতামূলক প্রচারণা চালাতে পারে।

(২) ইউপি, পিট থেকে পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ করার কাজে নিয়োজিত কর্মীদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা এবং জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য নিরাপত্তা উপকরণের (ব্যক্তিগত সুরক্ষা উপকরণ) ব্যবহার এবং অনসাইট স্যানিটেশন ব্যবস্থা থেকে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে (পাম্প ব্যবহার) পয়ঃবর্জ্য অপসারণ করাকে উৎসাহিত করবে। পয়ঃবর্জ সংগ্রহের জন্য ইউপি স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক যথোপযুক্ত নির্দেশিকা সংগ্রহ ও বিতরণ করবে।

(৩) ম্যানুয়াল (সনাতন) পদ্ধতিতে পয়ঃবর্জ্য অপসারণ কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের (প্রচলিত পদ্ধতিতে পিট পরিষ্কারকারী/পরিচ্ছন্নতা কর্মী) যথাযথ প্রশিক্ষণ ও সহায়তা দিয়ে ইউপি তাদেরকে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ এবং অন্যান্য সেবায় অন্তর্ভূক্ত করে নিবে, যাতে করে পয়ঃবর্জ্য অপসরণ কাজে নিয়োজিত কর্মীদের কর্মসংস্থানের কোন ক্ষতি না হয়।

(৪) নিরাপদে পিট/সেপটিক ট্যাংক থেকে পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ করার জন্য প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা উপকরণ/পিপিই (যেমন: জুতা, মুখোশ) এবং যন্ত্রপাতি (যেমন: উপযোগি পাম্প) সরবরাহ করার ক্ষেত্রে ইউপি সহায়তা করবে।

(৫) ইউপি, উপজেলা পরিষদ, ডিপিএইচই/এলজিইডি এবং সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে আলোচনা করে পিট থেকে বর্জ্য সংগ্রহ করা, পরিবহন এবং অপসারণের জন্য যথাযথ মূল্য ধার্য করতে পারে।

(৬) ইউপি, বেসরকারি উদ্যোক্তাদেরকে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পিট খালিকরণ সেবা প্রদানের কাজে অংশগ্রহণে উৎসাহ প্রদান এবং সহায়তা করবে; একই সাথে ম্যানুয়্যাল (সনাতন) পদ্ধতিতে পয়ঃবর্জ সংগ্রহ করার কাজে নিয়োজিত কর্মীদেরকে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পিট খালিকরণ সেবায় অন্তর্ভূক্ত করে নিবে।

(৭) ইউপি, ওয়ার্ড এবং ওয়াটসান কমিটির মাধ্যমে নিশ্চিত করবে যে, যদি সংগ্রহকৃত পয়ঃবর্জ্য অপসারণ/মাটি চাপা দেয়ার জন্য পরিবহন করা হয়, তা যেন মুখ বন্ধ পাত্রে পরিবহন করা হয় এবং সেই সংগ্রহকৃত পয়ঃবর্জ্য খোলা জায়গায় বা জলাশয়ে বা বৃষ্টির পানির ড্রেনে কখনই ফেলা না হয় (যা ইউপি আইন, ২০০৯ অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ)।

(৮) অনসাইট স্যানিটেশন ব্যবস্থা থেকে যথাযথভাবে, সময়মত এবং নিয়মিত পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ ও অপসারণের জন্য ইউপি, ওয়ার্ড এবং ওয়াটসান কমিটির মাধ্যমে তার আওতাভুক্ত এলাকাসমূহের স্যানিটেশন ব্যবস্থাদির এবং কতদিন পর পর তা খালি করতে হবে তার একটি তথ্যভান্ডার (ডাটা বেইজ) ক্রমান্বয়ে তৈরি করবে। স্যানিটেশন ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে এবং সময়মত খালিকরণের কাজে এই তথ্য ভান্ডার ব্যবহার করা যেতে পারে। একই সাথে যে সকল পরিবার/ প্রতিষ্ঠান পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার সেবা গ্রহণ করেছে এই কমিটিগুলো তাদের নথি লিপিবদ্ধ করবে।

উপ-অনুচ্ছেদ ৪.২.৪: পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন, অপসারণ এবং সবশেষে ব্যবহার

১) ইউপির নেতৃত্বে এবং উপজেলা স্যানিটারি পরিদর্শক (স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন)-এর সহায়তায় ওয়ার্ড কমিটি এবং ইউপি ও ওয়ার্ড পর্যায়ের ওয়াটসান কমিটি পয়ঃবর্জ্য থেকে সম্ভাব্য সম্পদ আহরণ (যেমন: জৈব সার, বায়োগ্যাস) এবং সম্ভাব্য সম্পদ আহরণের উপায়/প্রটোকল সম্পর্কে জনসচেতনতামূলক প্রচারণা পরিচালনা করবে। উপজেলা পরিষদের সহায়তায় ইউপি, ডিপিএইচই (প্রাথমিকভাবে কারিগরি সহায়তার জন্য), আন্তর্জাতিক/দেশীয় বেসরকারি সংস্থা (I/NGO) এবং প্রাইভেট সেক্টরের সঙ্গে যৌথভাবে এ ধরনের সচেতনতামূলক প্রচারণা পরিচালনা করতে পারে।

২) পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থার অনুপস্থিতিতে অনসাইট স্যানিটেশন ব্যবস্থা থেকে পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ করে কম্পোস্ট তৈরির জন্য তা বাড়ির আঙ্গিনায় অথবা ইউপি কর্তৃক মনোনীত জমি/স্থানে গর্ত করে মাটি চাপা দিতে হবে; সংগ্রহ করা পয়ঃবর্জ্য নিকটস্থ পরিশোধনাগারে (অর্থাৎ পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের পরিশোধনাগার) স্থানান্তর করা যেতে পারে, যদি সেরকম কোনো সুযোগ এবং এ ধরনের পরিবহন ব্যবস্থা সহজলভ্য হয় অথবা অন্য সম্পদে রূপান্তরিত করার কাজে (যেমন: বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট) ব্যবহার করা যায়। পয়ঃবর্জ্য থেকে কম্পোস্ট/জৈব সার সঠিকভাবে উৎপাদনের ব্যাপারে ইউপি, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) এর উপ-সহকারি কৃষি অফিসার (এসএএও)-এর সহায়তা চাইতে পারবে।

৩) যখন কোন ইউপি পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার সম্পূর্ণ সেবা চেইন (পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ, পরিবহন এবং পরিশোধনসহ) চালু করবে, তখন পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগার এবং অন্যান্য অবকাঠামো স্থাপনের জন্য ডিপিএইচই, আন্তর্জাতিক/দেশীয় বেসরকারি সংস্থা (I/NGO) এবং নিকটস্থ পৌরসভার (যেখানে পয়ঃবর্জ্য সেবা কার্যক্রম চালু আছে সেখানে 'যৌথ কমিটি' গঠনের মাধ্যমে) সহায়তা চাইতে পারে।

৪) জমির অপ্রাপ্যতার ক্ষেত্রে পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন ও তদসংশ্লিষ্ট ভবিষ্যৎ অবকাঠামো নির্মাণ করার জন্য উপজেলা পরিষদ, ইউপির সহায়তায় জমি বন্দবস্ত করার তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৫) পয়ঃবর্জ্য হতে উৎপন্ন সারের গুণগতমান/নিরাপত্তা সুনিশ্চিতকরণে ইউপি, উপজেলা পরিষদের সহায়তায় ইনস্টিটিউট অব এপিডেমিওলোজি, ডিজিস কন্ট্রোল অ্যান্ড রিসার্চ, বাংলাদেশ (আইইডিসিআরবি) (অথবা যে কোনো উপযুক্ত/স্বীকৃত জাতীয়/ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান) এর সহায়তা চাইবে।

৬) পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগারে উৎপাদিত কম্পোস্ট/জৈবসার (যদি হয়) ব্যবহার/বাজারজাত করার লাইসেন্স প্রাপ্তির প্রক্রিয়া সহজ করতে ইউপি, উপজেলা পরিষদের সহায়তায়, কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই)-এর সহযোগিতা চাইবে।

৭) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই)-এর উপ-সহকারি কৃষি কর্মকর্তার (এসএএও) সহায়তায়, ইউনিয়ন পরিষদ পয়ঃবর্জ্য হতে উৎপন্ন কম্পোস্ট/জৈবসারের সঠিক এবং নিরাপদ ব্যবহারের প্রসার ঘটাবে।

অনুচ্ছেদ ৪.৩: সক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা

(১) এই কাঠামোর অধ্যায় ৩-এ চিহ্নিত প্রতিষ্ঠানসমূহ (দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ) পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে জ্ঞানের ঘাটতি পূরণ, কারিগরি সহায়তা প্রদান, প্রশিক্ষণ, পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার ও উৎপাদিত পণ্যের (জৈব সার) গুণগত মান নিশ্চিতকরণে সহায়তা প্রদান করবে।

(২) কার্যকর পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা প্রদানের জন্য স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় ইউনিয়ন পরিষদে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য একটি এফএসএম ইউনিট স্থাপনের পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

(৩) পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে জ্ঞানের ঘাটতি পূরণের জন্য এবং ইউপি, উপজেলা পরিষদ এবং সংশ্লিষ্ট সকল জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধিতে মন্ত্রণালয়সমূহ (অধ্যায় ৩-এ বর্ণীত তালিকা মোতাবেক) ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ এবং আন্তর্জাতিক/দেশীয় বেসরকারি সংস্থাসমূহ (I/NGO) সহযোগিতা প্রদান করবে।

(৪) পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ এবং গবেষণার জন্য জাতীয় পর্যায়ের গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ (আইটিএন-বুয়েট, কারিগরি ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়/ইনস্টিটিউট/কেন্দ্রসমূহ) সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক গবেষণা/ প্রশিক্ষণ সংস্থা/ ইনস্টিটিউট/বিশ্ববিদ্যালয়, আন্তর্জাতিক/জাতীয় বেসরকারি সংস্থাসমূহ এবং প্রাইভেট সেক্টরের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করবে। বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রণালয়সমূহ এবং উন্নয়ন সহযোগীরা এসকল উদ্যোগে সহযোগিতা করবে।

(৫) পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সক্ষমতা বৃদ্ধি, গবেষণা এবং প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগ নির্দেশনা দিবে এবং সমন্বয় সাধন করবে। ইউপিসমূহের মধ্যে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক জ্ঞান/তথ্যের আদান প্রদান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

অনুচ্ছেদ ৪.৪: সচেতনতা বৃদ্ধি

(১) এই কাঠামোর অধ্যায় ৩-এ চিহ্নিত প্রতিষ্ঠানসমূহ (সচেতনতা বৃদ্ধিতে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ) সচেতনতা বৃদ্ধি প্রচারণা, প্রাইভেট সেক্টরের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা বিষয়ে ব্যবসা প্রদর্শনের (demonstration) সহায়তা করবে। পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপর সচেতনতা বৃদ্ধি প্রচারণায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় (৩ নম্বর অধ্যায়ে চিহ্নিত) এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ সহায়তা দিবে।

(২) সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় (যেমন: স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়), গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং উন্নয়ন সহযোগীদের (যেমন: বিশ্বব্যাংক, এডিবি, জাইকা, বিএমজিএফ এবং অন্যান্য) সহায়তায় জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বেসরকারী সংস্থা (I/NGO)/কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন (CBO) পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপর জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে মূখ্য ভূমিকা পালন করবে এবং প্রাইভেট সেক্টরসহ অন্যান্য প্রধান স্টেকহোল্ডাদের মধ্যে অংশীদারিত্ব স্থাপনে সহায়তা করবে।

(৩) সুশীল সমাজ সংগঠন প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক গণমাধ্যম এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে জনগোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধ করতে আন্তর্জাতিক/দেশীয় বেসরকারী সংস্থা (I/NGO) এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (কারিগরি বিষয়ে সহায়তার জন্য) সঙ্গে কাজ করবে।

অনুচ্ছেদ ৪.৫: কারিগরি এবং তহবিল সহায়তা

(১) বাংলাদেশ সরকার ইউপি পর্যায়ে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য আর্থিক সাহায্য বৃদ্ধি করবে এবং পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক অন্যান্য সহযোগিতা (যেমন: নিরাপত্তা উপকরণ/পিপিই ক্রয়, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি) প্রদান করবে।

(২) বহুপাক্ষিক অথবা দ্বিপাক্ষিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ইউপিসমূহকে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা জন্য কারিগরি এবং তহবিল সহায়তা দিতে পারবে।

(৩) স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট সংস্থার (ডিপিএইচই) মাধ্যমে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কার্যক্রমের পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নে কারিগরি সহায়তা দিবে।

(৪) স্থানীয় সরকার বিভাগ পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ, পরিবহন এবং পরিশোধন, পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগারের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ (O&M), পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগার থেকে নির্গত বর্জ্যপানি অপসারণ, পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনের মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ/মানদন্ড স্থির করবে, এবং উৎপাদিত কম্পোস্ট বা জৈব সারের ব্যবহার ও বাজারজাতকরণে লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য প্রোটোকল তৈরী করবে।